সূরা - ৫১
বিক্ষেপকারী
(আয্-যারিয়াত, :১)

মক্কায় অবতীর্ণ

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে, যিনি রহমান, রহীম।

পরিচ্ছেদ - ১

১ ভাবো— বিক্ষেপকারীদের বিক্ষেপের কথা,—

২ তারপর বহনকারীদের বোঝার কথা,—

৩ তারপর চলমানদের স্বচ্ছন্দগমনের কথা,—

৪ তারপর বিতরণকারীদের কাজকর্মের কথা,—

৫ নিঃসন্দেহ তোমাদের প্রতি যা ওয়াদা করা হয়েছিল তা অবশ্যই সত্য,—

৬ আর নিঃসন্দেহ ন্যায়বিচার অবশ্যম্ভাবী।

৭ ভাবো আকাশের কথা— অজস্র পথ বিশিষ্ট,

৮ তোমরা তো নিশ্চয়ই পরস্পর বিরোধী কথায় রয়েছ;

৯ যে মুখ ফিরিয়ে থাকে তাকে এ থেকে ফিরিয়েই রাখা হয়।

১০ কোতল হোক মিথ্যারচনাকারীরা—

১১ যারা খোদ গহ্বরে, বেখেয়াল!

১২ তারা জিজ্ঞাসা করে— "কবে আসবে বিচারের দিন?"

১৩ সেই দিনটাতে আগুনে তাদের পরীক্ষা করা হবে।

১৪ "তোমাদের অত্যাচার তোমরা আস্বাদন কর। এইটিই সেই যেটি তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিল।"

১৫ নিঃসন্দেহ ধর্মভীরুরা থাকবে স্বর্গোদ্যানসমূহে ও ঝরনা-রাজিতে,—

১৬ তাদের প্রভু যা তাদের দেবেন তারা তা গ্রহণ করতে থাকবে। তারা এর আগে নিশ্চয়ই ছিল সৎকর্মশীল।

১৭ তারা রাতের সামান্য সময়ই ঘুমিয়ে কাটাত।

১৮ আর নিশিভোরে তারা পরিত্রাণ খোঁজত।

১৯ আর তাদের ধনসম্পদের মধ্যে ভিখারীর জন্য ও বঞ্চিতের জন্য হক্ রেখেছে।

২০ আর পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে নিশ্চিত-বিশ্বাসীদের জন্য,—

২১ আর তোমাদের নিজেদের মধ্যে। তবুও কি তোমরা চেয়ে দেখবে না?

২২ আর আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকা, আর যা তোমাদের ওয়াদা করা হয়েছে।

islamicdoor.com

২৩ অতএব মহাকাশ ও পৃথিবীর প্রভুর শপথ— নিঃসন্দেহ এ আলবৎ সত্য, যেমনটা তোমরা বস্তুত বাক্যালাপ কর।

পরিচ্ছেদ - ২

২৪ তোমার কাছে ইব্রাহীমের সম্মানিত অতিথিদের সংবাদ এসেছে কি?

২৫ তারা যখন তাঁর দরবারে প্রবেশ করল তারা তখন বললে— "সালাম"। তিনিও বললেন— "সালাম", অপরিচিত লোক।

২৬ তিনি তখন তাঁর পরিবারের কাছে নীরবে ছুটলেন এবং একটি পুষ্ট বাছুর নিয়ে এলেন,

২৭ তারপর তিনি এটি তাদের সামনে এগিয়ে দিলেন; তিনি বললেন— "আপনারা কি খাবেন না?"

২৮ সুতরাং তাদের সম্পর্কে তিনি ভয় অনুভব করলেন। তারা বললে— "ভয় করো না।" পক্ষান্তরে তারা তাঁকে সুসংবাদ দিল এক জ্ঞানবান ছেলের।

২৯ তারপর তাঁর স্ত্রী এগিয়ে এলেন বিলাপ করতে-করতে, আর তিনি তাঁর গালে চাপড় মারছেন এবং বলছেন, "এক বুড়ি, বন্ধ্যা!"

৩০ তারা বললে— "এমনটাই হবে, তোমার প্রভু বলেছেন।" নিঃসন্দেহ তিনি স্বয়ং পরমজ্ঞানী, সর্বজ্ঞাতা।

২৭'শ পারা

৩১ তিনি বললেন— "তাহলে তোমাদের বিশেষ বার্তা কি, হে বার্তাবাহকগণ?"

৩২ তারা বললে— "আমাদের অবশ্য প্রেরণ করা হয়েছে এক অপরাধী লোকদের প্রতি,—

৩৩ "যেন তাদের উপরে আমরা বর্ষণ করতে পারি মাটির পাথর,

৩৪ "যা অমিতাচারীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে তোমার প্রভুর কাছে।"

৩৫ তারপর মুমিনদের মধ্যের যারা সেখানে রয়েছিল তাদের আমরা বের করে আনলাম,

৩৬ কিন্তু আমরা সেখানে মুস্‌লিমদের একটি পরিবার ব্যতীত আর কাউকে পাইনি।

৩৭ আর আমরা সেখানে রেখে দিয়েছিলাম এক নিদর্শন তাদের জন্য যারা মর্মন্তুদ শাস্তিকে ভয় করে।

৩৮ আর মূসার মধ্যেও। দেখো! আমরা তাঁকে পাঠিয়েছিলাম ফিরআউনের কাছে সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব দিয়ে।

৩৯ কিন্তু সে ফিরে গিয়েছিল তার শক্তিমত্তার দিকে এবং বলেছিল— "একজন জাদুকর অথবা একজন পাগল।"

৪০ তখন আমরা তাকে ও তার দলবলকে পাকড়াও করলাম এবং তাদের নিক্ষেপ করলাম অথই জলে, আর সে ছিল দোষী।

৪১ আর 'আদ জাতির ক্ষেত্রেও। দেখো! আমরা তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম এক বিধ্বংসী ঝড়।

৪২ এ যার উপরে এসে পড়েছিল তার কোনো কিছুই রেখে যায় নি, এটিকে তা করে দিয়েছিল ছাইয়ের মতো।

৪৩ আর ছামুদ-জাতির ক্ষেত্রেও। দেখো! তাদের বলা হয়েছিল— "কিছুকাল উপভোগ করে নাও।"

৪৪ তথাপি তাদের প্রভুর আদেশের বিরুদ্ধে তারা দাঁড়িয়েছিল; ফলে এক বজ্রনাদ তাদের পাকড়ালো, আর তারা তাকিয়ে রয়েছিল।

৪৫ তাদের আর দাঁড়াবার ক্ষমতা রইল না, আর তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হতেও পারে নি।

৪৬ আর পূর্বকালীন নূহের লোকদলকেও। নিঃসন্দেহ তারা ছিল সত্যত্যাগী জাতি।

পরিচ্ছেদ - ৩

৪৭ আর মহাকাশমণ্ডল— আমরা তা নির্মাণ করেছি হাতে, আর আমরাই বিশালতার নির্মাতা।

৪৮ আর পৃথিবী— আমরা একে বিছিয়ে দিয়েছি; কাজেই কত সুন্দর এই বিস্তারকারী!

৪৯ আর প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে আমরা জোড়া-জোড়া সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা মনোনিবেশ করো।

৫০ "অতএব তোমরা বেগে আল্লাহ্‌র দিকে ছুটো। আমি নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তাঁর কাছ থেকে একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

৫১ "আর আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোনো উপাস্য দাঁড় করো না। নিঃসন্দেহ আমি তোমাদের নিকট তাঁর কাছ থেকে একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।"

৫২ এইভাবেই। এদের আগে যারা ছিল তাদের কাছে এমন কোনো রসূল আসেন নি যাঁকে তারা না বলেছিল— "একজন জাদুকর, না হয় একজন পাগল।"

৫৩ এরা কি এটিকেই মৌরুসি বিষয় বানিয়েছে? না, তারা হচ্ছে সীমালংঘনকারী জাতি।

৫৪ অতএব তাদের থেকে তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও; কেননা তুমি তো দোষী নও।

৫৫ তবুও তুমি উপদেশ দিতে থাকো, কেননা নিঃসন্দেহ উপদেশদান মুমিনদের উপকার করবে।

৫৬ আর আমি জিন্ ও মানুষকে, তারা আমাকে উপাসনা করুক— এইজন্য ছাড়া সৃষ্টি করি নি।

৫৭ আমি তাদের থেকে কোনো জীবিকা চাই না, আর আমি চাই না যে তারা আমাকে খাওয়াবে।

৫৮ বরঞ্চ আল্লাহ্— তিনিই বিরাট রিযেকদাতা, ক্ষমতার অধিকারী, শক্তিমান।

৫৯ সুতরাং যারা অন্যায়াচরণ করেছে তাদের জন্য অবশ্যই রয়েছে এক ঝুড়ি তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের ঝুড়ির ন্যায়; সেজন্য তারা যেন আমার কাছে তড়িঘড়ি না করে।

৬০ অতএব ধিক্ তাদের জন্য যারা অবিশ্বাস পোষণ করে— তাদের সেই দিনটির কারণে যেটি তাদের ওয়াদা করা হয়েছে!